**গার্মেন্টস-এ কর্মরত নারী কর্মীদের আবাসনের জন্য**

**নির্মিতব্য হোস্টেল ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

আশুলিয়া, ঢাকা, রবিবার, ১৭ ভাদ্র ১৪২০, ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

উপস্থিত নারী কর্মীবৃন্দ,

সমবেত সুধিমন্ডলী,

                        আসসালামু আলাইকুম।

 গার্মেন্টস্ শিল্পে কর্মরত নারী কর্মীদের আবাসনের জন্য নির্মিতব্য হোস্টেল ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাই।

গার্মেন্টস কর্মীদের দিন-রাত শ্রম, মালিকদের বিনিয়োগ ও ব্যবস্থাপনা এবং সরকারের নীতি সহায়তার বিনিময়ে দেশ মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। অর্থনীতি সুদৃঢ় হচ্ছে। কর্মসংস্থান হচ্ছে। দারিদ্র্য হ্রাস পাচ্ছে। নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে। গার্মেন্টস কর্মীদের প্রায় ৮০ শতাংশই নারী। তাদের আবাসন নিয়ে ইতোপূর্বে কেউ ভাবেনি। আমরাই প্রথম তাদের আবাসনের জন্য হোস্টেল নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করেছি।

 এ প্রকল্পের প্রথম ভবনে প্রায় এক হাজার নারী কর্মীর নিরাপদ ও উন্নত আবাসনের ব্যবস্থা হবে। তারা সাশ্রয়ী খরচে বসবাসের সুযোগ পাবেন। ডাইনিং-এ খাবার, বিনামূল্যে ফার্নিচার, চিকিৎসা গ্রহণের জন্য ডাক্তার, খেলাধূলা, কমনরুমসহ শিশুদের জন্য এখানে থাকবে ডে-কেয়ার সুবিধা।

দ্বিতীয় ভবন নির্মাণেরও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সেখানে এক হাজারের বেশি কর্মী একই সুযোগ-সুবিধা পাবেন। এছাড়া আমরা গার্মেন্টস কলোনী নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছি। এর জন্য বাইপাইলে জমি নির্ধারণ করা হয়েছে। সেখানেও কয়েক হাজার গার্মেন্টস্ শ্রমিকের উন্নত আবাসনের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

সুধিবৃন্দ,

আমরা এবার সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর গার্মেন্টস খাতকে বিশেষ গুরুত্ব দেই। এ খাতের শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী ২০১০ সালে ৮২ শতাংশ বৃদ্ধি করেছি। প্রারম্ভিক মজুরী ১৬শ টাকা থেকে ৩ হাজার টাকা পুনঃনির্ধারণ করেছি। গার্মেন্টস্এ বেতন, বোনাস, ওভারটাইম ভাতা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছে।

গার্মেন্টস্ শ্রমিকদের বেতন-ভাতা আরও বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা এখন ওয়েজ বোর্ড গঠন করতে যাচ্ছি। সাধারণতঃ ৫ বছর বা তারও বেশী সময় পর মজুরী বোর্ড হয়। আমরা শ্রমিকদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে তিন বছরের মাথায়ই তা গঠন করতে যাচ্ছি। এর কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে।

আমরা বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে ২৯টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছি। এর মাধ্যমে শ্রমিক শিক্ষা কোর্স পরিচালনা, বিনামূল্যে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ সরবরাহ এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে।

আমরা জাতীয় শ্রমনীতি এবং জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি প্রণয়ন করেছি। শ্রমিকদের অবসর গ্রহণের বয়স ৫৭ থেকে ৬০ বছরে উন্নীত করেছি। শ্রমিক ও তাদের পরিবারের কল্যাণে শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছি। গার্মেন্টস শিল্পসহ সমগ্র শিল্পখাতের আইন শৃঙ্খলার উন্নয়নে আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ ইউনিট গঠন করেছি।

গার্মেন্টস্এর নারী কর্মীবৃন্দ,

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখনই সরকার গঠন করেছে নারীদের কল্যাণে কাজ করেছে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধকালে ক্ষতিগ্রসত্ম নারীদের পুনর্বাসন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে ‘নারী পুনর্বাসন বোর্ড' গঠন করেন। আমরা জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছি।

আমরা প্রথমবারের মত শহর অঞ্চলে কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল কর্মসূচি চালু করেছি। কর্মজীবী নারীদের শিশু পরিচর্যার জন্য ৪৩টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। প্রান্তিক নারী গার্মেন্টস কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। নারীদের গার্মেন্টস ডিজাইনের পাশাপাশি মোমবাতি তৈরী, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং, কেয়ার গিভিং, বিউটিফিকেশন, গার্ডেনিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ শেষে বিভিন্ন দেশে চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে নারীদের হয়রানী হ্রাস, নারী শ্রমিকদের নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি ও নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কল্পে One Stop Crisis Centre - এর মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নির্যাতিত মহিলা ও শিশুদের পরামর্শের জন্য হেল্পলাইন চালু করেছে।

‘দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা, ভিজিডি কর্মসূচি, কৃষিকাজে নিয়োজিত প্রান্তিক নারী কর্মীদের ভাতাসহ দরিদ্র ও অসহায় নারীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর খাতগুলোতে বরাদ্দ বহুগুণে বৃদ্ধি করা হয়েছে। নারীদের জন্য সুবিধা রেখে জাতীয় বাজেট তৈরি করা হয়েছে।

সুধিমন্ডলী,

আমরা গার্মেন্টস্ খাতের উন্নয়নের জন্য কাজ করি। আর একটি মহল এ গুরুত্বপূর্ণ খাতটি ধ্বংসের জন্য ষড়যন্ত্র করে। ওয়াশিংটন পোস্টে কলাম লিখে জিএসপি বন্ধ করে দেয়ার জন্য বলেন। গার্মেন্টস্ শিল্পের বিরুদ্ধে লবিস্ট নিয়োগ করে। দেশে শ্রমিকদের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে তাদেরকে ক্ষেপিয়ে তোলে, কারখানায় আগুন দেয়ার চেষ্টা চালায়। এই কুচক্রী মহল যাতে নতুন কোনো ষড়যন্ত্র করতে না পারে সেদিকে গার্মেন্টসকর্মীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সজাগ থাকার আহ্বান জানাই।

গার্মেন্টস খাতে যখনই কোন দুর্ঘটনা হয়েছে আমরা কালবিলম্ব না করে সমস্ত সামর্থ্য দিয়ে তা মোকাবিলা করার চেষ্টা করেছি। সম্প্রতি সাভারের রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় উদ্ধার তৎপরতা ও পুনর্বাসন এর অনন্য উদাহরণ।

আমরা রানা প্লাজায় ভবনধ্বসে নিহতদের পরিবার ও আহতদেরকে ১৬ কোটি টাকা সহায়তা দিয়েছি। আহতদের চিকিৎসার জন্য ২২টি হাসপাতালে প্রায় দেড় কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। অসনাক্তকৃত নিহতদের ডিএনএ পরীক্ষা শেষ হলে তাদের পরিবারের মাঝেও  অর্থ সহায়তা দেয়া হবে।

সুধিবৃন্দ,

আমরা দেশের কৃষি, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, শিক্ষা, তথ্য-প্রযুক্তি, অবকাঠামো উন্নয়নসহ প্রতিটি সেক্টরে গত সাড়ে চার বছরে ব্যাপক উন্নয়ন করেছি। ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে সাভার-নবীনগর অংশ, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক, জয়বেদপুর-ময়মনসিংহ সড়ক এবং নবীনগর-চন্দ্রা সড়ক চারলেনে উন্নীত করেছি। ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে ১১টি দুর্ঘটনাপ্রবণ বাঁক প্রশস্ত ও সরলীকরণ করা হয়েছে। শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার উড়াল সেতু, মিরপুর এয়ারপোর্ট রোড় ফ্লাইওভার, বনানী ওভারপাস, কুড়িল ফ্লাইওভার, হাতির ঝিল প্রকল্পসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ঢাকা ও এর আশে-পাশের যোগাযোগ ব্যাবস্থায় আমূল পরিবর্তন এসেছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম চার লেনের কাজও এগিয়ে চলছে।

কৃষি উৎপাদনে আমরা ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছি। কৃষকের জন্য ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খোলার সুযোগ করে দিয়েছি। ৯৫ লাখেরও বেশী ব্যাংক একাউন্ট খোলা হয়েছে। সারের দাম তিন দফা হ্রাস করা হয়েছে। দেশ আজ খাদ্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর বরাদ্দ বহুগুণে বৃদ্ধি করেছি। বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, স্বামী পরিত্যক্তা ও দুঃস্থ ভাতা, পঙ্গু, প্রতিবন্ধী ও অসহায়দের জন্য ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সম্মানী, ভর্তুকি মূল্যে খোলা বাজারে খাদ্যপণ্য বিক্রি, ভিজিডি, ভিজিএফ, টেস্ট রিলিফ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় খাদ্য সহায়তা, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। সারা দেশে প্রায় ১৫ হাজার কম্যুনিটি ক্লিনিক এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি ইউনিয়নে তথ্য কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। প্রযুক্তি বিভেদ মুক্ত বাংলাদেশ গড়তে আমরা বদ্ধপরিকর।

বাংলাদেশ বিশ্বের ৫ম উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশ। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈরিপোশাক রপ্তানিকারক দেশ। প্রবাসী আয়ের দিক থেকে ৭ম। আমাদের গড় প্রবৃদ্ধি প্রায় সাড়ে ছয় শতাংশ। মাথাপিছু আয় ৬৩০ ডলার থেকে ৯৫০ ডলারে উন্নীত হয়েছে। রিজার্ভ ১৬ বিলিয়ন ডলারের বেশী। আমাদের কর্মসংস্থান বেড়েছে। পাঁচ কোটি মানুষ নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তে উন্নীত হয়েছে। প্রায় ১ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। আমরা সমুদ্র বিজয় করেছি। দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হচ্ছি। আন্তর্জাতিক পুরস্কার পাচ্ছি। বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বুকে উন্নয়নের রোল মডেল।

সুধিমন্ডলী,

আসুন দেশের উন্নয়নে দলমত নির্বিশেষে সকলে একতাবদ্ধ হই। উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা করি। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ, সংবিধান ও গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখি।

গার্মেন্টস শ্রমিকদের জীবন-মান উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি ব্যবসায়ী সংগঠনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই। সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।